114

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 AUG 1997

পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্র দল সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল বক্তব্য রাখেন —ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। গতকালও ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। বিপুলসংখ্যক পুলিশের সতর্ক অবস্থান বজায় ছিল। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জিয়া হলে পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিহ্নিত বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবীতে গতকাল ভিসি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে ভিসি অফিসের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অসহযোগিতা করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদলকে উচ্ছেদ করার সরকারী নীল-নকশা বাস্তবায়ন করছে। আর ভিসি সন্ত্রাসীদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষোভের মুখে নিজের প্রদ রক্ষায় এখন ছাত্রলীগকে ব্যবহার করছেন। ভিসির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে চিহ্নিত খুনী, সন্ত্রাসী, মস্তান, ছিনতাইকারীদের আস্তানায় পরিণত করা হয়েছে। এসব বহিরাগত অস্ত্রধারীর সঙ্গে এই ভাইস চ্যান্সেলর সহাবস্থান করতে পারেন, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা সহাবস্থান করতে পারে না। তাই অবিলম্বে এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে ছাত্রদল সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেবে। দাবী আদায়ে ছাত্রদল আন্দোলনের কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করবে। তখন সৃষ্ট পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদলের সাধারণ

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল, সহ-সভাপতি আবদুল খালেক, মঞ্জুর এলাহী, এবিএম মোশাররফ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানা, যুগ্ম সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, প্রচার সম্পাদক মনির হোসেন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রফিক শিকদার, দফতর সম্পাদক কাজী রফিক, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদিকা রেহানা আক্তার রানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহবায়ক নাসির উদ্দীন আহমদ অসীম, যুগ্ম আহবায়ক জয়ন্ত কুণ্ডু, বশির আহমদ খান, আবদুল কাদের জুয়েল প্রমুখ।

সমাবেশের আগে ছাত্রদলের একটি বিক্ষোভ মিছিল মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে কলা ভবন এলাকা প্রদক্ষিণ করে ভিসি অফিসের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

হাবিবুন্নবী সোহেল বলেন, ছাত্রদল কর্মীরা দেহের প্রতিবিন্দু রক্ত দিয়ে হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করার জন্য এই সরকার ও প্রশাসনকে দায়ী করতে হবে। সরকার ও কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে ব্যর্থ হলে তাদেরকে গোটা জাতির কাছে দায়ী করতে হবে। সমাবেশ চলাকালে দাঙ্গা পুলিশ সতর্ক অবস্থান বজায় রাখে।

এদিকে সমাবেশ শেষে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা মধুর ক্যান্টিনে তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত টিটো গ্রুপের তিনজন কর্মীকে গতকাল ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনায় ক্যাম্পাসে অবস্থানকারী ছাত্রদল কর্মীরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পরে নেতারা কর্মীদের নিয়ে জসীম উদদীন হলে যান এবং আলোচনা করেন।